ভেড়ামারায় সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল চালকের মৃত্যু

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় সড়ক দুর্ঘটনায় রাজীব হোসেন (২৮) নামের এক মোটরসাইকেল চালকের মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল রোববার রাত ৮টার দিকে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা-আল্লারদর্গা সড়কে সাতবাড়ীয়া সিটিসি’র সামনে এ দূর্ঘটনা ঘটে।

নিহত রাজিব হোসেন ভেড়ামারা সাতবাড়ীয়া খাঁনপাড়া এলাকার মতলেবের ছেলে।

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ভেড়ামারা সার্কেল) আল বেরুনী জানান, রাতে ভেড়ামারা-আল্লারদর্গা সড়কে সাতবাড়ীয়া সিটিসি’র সামনে অটোরিক্সার সাথে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

এসময় মোটরসাইকেল চালক রাজিব হোসেন রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হয়। স্থানীয়দের সহায়তায় ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নেয়ার পথে মারা যায়।

দর্শনা কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও তার বন্ধুদের সহযোগিতায় খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

দর্শনা কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক রাসেল আহম্মেদ শাওন ও তার বন্ধুদের সহযোগিতায় ২৩০ টি পরিবারের মাঝে গতকাল রবিবার রাতে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক রাসেল আহম্মেদ শাওন বলেন

বর্তমান বিশ্বে করোনা ভাইরাস গভীর ভাবে হানা দিয়েছে। অন্যন্য দেশের মতো আমাদের বাংলাদেশেও এই করোনা ভাইরাস হানা দিয়েছে, যার কারণে সরকার বাংলাদেশের সব জায়গায় লকডাউন করে দিয়েছে ফলে অনেকে কর্মহীন হয়ে গেছে। অনেক গরীব অসহায় পরিবার আছে যারা না খেয়ে দিন কাটাচ্ছেন।

এজন্য মানুষ মানুষের জন্য এটি চিন্তা করে আমি নিজে এবং বন্ধুদের সহযোগিতায় সমাজের ২৩০ জন কর্মহীন ও অসহায় মানুষদের মাঝে ঈদ পূর্ব সামান্য সাহায্য প্রদান করেছি আমার বন্ধুদের সহযোগিতায়।

প্রতিটি প্যকেটে ছিল চাল ৫ কেজি, ডাল ১ কেজি, আলু ১ কেজি, তেল ১ লিটার, পেঁয়াজ ১ কেজি, লবণ ১ কেজি, চিনি হাফ কেজি, সেমাই এক প্যাকেট ও একটা সাবান।

আয়োজনটা আমি এবং আমার বন্ধুদের সহযোগিতায় সম্পন্ন করতে পেরে এবং কর্মহীন ও অসহায় গরীব মানুষকে সাহায্য করতে পেরে আনন্দিত, সেই সাথে সমাজের সকল বিত্তবান শ্রেণির মানুষের কাছে আবেদন আপনারা এগিয়ে আসুন তাহলেই আমরা এই সংকট ময় যুদ্ধে জয়ী হতে পারবো।

কুষ্টিয়ায় আরো ২৮ কারাবন্দীর মুক্তি

সরকারের বিশেষ ক্ষমার আওতায় সারাদেশের মতো কুষ্টিয়া জেলা কারাগার থেকে আরও ২৮ জন কারাবন্দী মুক্তি পেয়েছে। এ নিয়ে ৫২ জন কারাবন্দীকে মুক্তি দেওয়া হলো।

গতকাল রবিবার বিকেলে তাদের মুক্তি দেওয়ার খবর নিশ্চিত করেছেন কুষ্টিয়া জেলা কারাগারের জেলার জাকের হোসেন।

এসময় কুষ্টিয়া কারাগারের জেলার এনামূল হক, জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা ও গণমাধ্যম কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়া কারাগারের জেলার জাকের হোসেন জানান, করোনাভাইরাস মহামারি আকার ধারণ করায় কারাগারগুলোর হাজতি ও কয়েদিদের সুস্থতার

স্বার্থে বেশ কিছু বন্দিকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার।

যার ফলশ্রুতিতে করোনা ভাইরাসের প্রকোপের কারণে কুষ্টিয়া জেলা কারাগারের সংখ্যাধিক্য বন্দি কমাতে সরকার ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১(১) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতা বলে লঘু দন্ডে দন্ডিত এসব বন্দির সাজা মওকুফ করা হয়। গতকাল প্রথম বারের মতো ২৪ জন এবং আজকে ২৮ জন বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হলো।

কারামুক্তদের প্রাথমিক সংকট মেটানোর জন্য জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে তাদের বন্দীদের প্রত্যেকের জন্য মানবিক খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয় বলেও জানান কুষ্টিয়া কারাগারের জেলার।

প্রসঙ্গত, কুষ্টিয়া কারাগারের ধারণ ক্ষমতা ৬০০ জন হলেও এখানে প্রতিদিন প্রায় ৯৯৯ জন বন্দী অবস্থান করে। ধারণ ক্ষমতার প্রায় দ্বিগুন বন্দী থাকায় করোনা পরিস্থিতিতে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।

কুষ্টিয়ায় ত্রাণের দাবীতে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

কুষ্টিয়ায় ত্রাণের দাবীতে সড়ক অবরোধ করেছে মোটর শ্রমিকরা।

গতকাল রবিবার সকাল সাড়ে ১১ টার সময় কুষ্টিয়া কেন্দ্রীয় বাসটার্মিনাল এলাকায় কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী মহাসড়কে অবরোধ করে তারা। এসময় সড়কে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে শ্রমিকরা।

পরে ঘটনাস্থলে শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ও পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেয়।

মাসুদ রানা নামের এক বাস চালক বলেন, “করোনার কারণে প্রায় দেড় মাস ধরে বাস চলাচল বন্ধ থাকায় আমরা বেকার হয়ে পড়েছি। আমাদের চালকের সাথে হেলপার ও সুপারভাইজাররা মানবেতর জীবন কাটাচ্ছি। আমাদের ঘরে খাবার নাই। মালিক ও শ্রমিক নেতারাও খোঁজ নেয় না।”

আব্দুল মান্নান নামের এক শ্রমিক জানান, “আমাদের মতো অনেক শ্রমিকরা বেকার হয়ে পড়েছে। বাস চলাচল না করায় আমরা ঘরে অলস সময় কাটাচ্ছি। সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছি।

আমাদের কোন খাদ্যসহায়তাও প্রদান করে না কেউ। অথচ ত্রাণ দেওয়ার কথা বলে নেতারা আমাদের পরিচয়পত্র নিয়েছে কয়েক সপ্তাহ আগে। এখনো কোন খবর নাই।”

এদিকে, অবরোধ চলাকালে সড়কের দু’পাশে শত শত ট্রাক, কাভার্ড ভ্যানসহ অন্য যানবাহন আটকা পড়ে।

পরে বাস শ্রমিক ইউনিয়নের নেতারা শ্রমিকদের দাবি মেনে নিয়ে খাদ্য সামগ্রী দেওয়ার আশ্বাস দিলে তারা এ অবরোধ তুলে নেয়।

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, “খাদ্য সহায়তার দাবিতে কিছু সংখ্যক শ্রমিক সড়ক অবরোধ করে। আমরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে সংশ্লিষ্টদের এ বিষয়ে সাহায্য নিতে বলেছি। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।”

কুষ্টিয়ায় প্রতারক যুবকের এক মাসের কারাদণ্ড

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে সুরক্ষা পোশাক পরিধান করে চিকিৎসা দেয়ার অভিযোগে এক প্রতারককে আটক করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা।

পরে প্রতারণার অভিযোগে তাকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে এক মাসের কারাদন্ড দেওয়া হয়।

গতকাল রবিবার দুপুরে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল থেকে তাকে আটক করা হয়।

দন্ডপ্রাপ্ত সেই ভুয়া চিকিৎসকের নাম সাগর ইসলাম। সে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার নারায়নপুর গ্রামের বাসিন্দা।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট মো: ইসাহাক আলীর
তিনি জানান, সাগর ইসলাম নামের এক প্রতারক দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন প্রাইভেট ক্লিনিকে রোগী ভাগিয়ে নিয়ে যেত। বর্তমানে করোনা দুর্যোগে অনেক প্রাইভেট ক্লিনিক বন্ধ থাকার সুবাদে প্রতারণা করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ডাক্তার সেজে রোগী দেখে আসছিলেন। এবং কৌশলে সেখান থেকেও রোগীদের অন্যত্র ভাগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন।

এমন অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবার দুপুরে হাসপাতালে দ্বায়িত্ব থাকা পুলিশ সদস্যরা তাকে আটক করে। এসময় চিকিৎসকের কোন সনদপত্র দেখাতে পারেনি এমনকি ম্যাটসেরও সাথে তার কোন সম্পৃক্ততা ছিলো না বলে জানান এই নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট।

পরে তাকে ভোক্তা অধিকারে সংরক্ষণ আইনে প্রতারণার অভিযোগে তাকে এক মাসের কারাদন্ড প্রদান করা হয়।

কুষ্টিয়ায় বোরো ধানের বাম্পার ফলনের আশা

কুষ্টিয়ায় এবার বোরো ধানের বাম্পার ফলনের আশা করছে কৃষক ও কৃষি সংশ্লিষ্টরা। ইতোমধ্যেই এ জেলায় ধান কাটা শুরু হয়েছে। এবার জেলার ছয়টি উপজেলায় লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে বোরো ধান চাষ হয়েছে বলে জানিয়েছেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

কৃষি বিভাগ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, চলতি বোরো মৌসুমে কুষ্টিয়া জেলায় ৩৩ হাজার ২৭৫ হেক্টর জমিতে বোরো ধানের চাষাবাদ হয়েছে। আর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লাখ ৯৯ হাজার ৬৫০ মেট্রিক টন। তবে এবার বোরো চাষ লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে বলে কৃষকরা জানান।

জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার ফসলের মাঠ জুড়ে উচ্চ ফলনশীল বিভিন্ন জাত

ও হাইব্রিড জাত ধান চাষ হয়েছে। হাইব্রিড জাতের মধ্যে সোনার বাংলা-১, গোল্ড ও জাগরণ ধানে প্রতি হেক্টরে ৪.৭ টন এবং উচ্চ ফলনশীল (উফসী) জাতের ব্রি-২৮ ও ব্রি-২৯, হীরা ও গাজী ধানের ক্ষেত্রে প্রতি হেক্টরে ৩.৭ টন করে চাষিরা উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেন।

ধান ঘরে উঠার শেষ মুহূর্তে দুর্যোগ কিংবা প্রাকৃতিক বিপর্যয় না হলে লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও বেশি উৎপাদন হবে বলে প্রান্তিক কৃষক ও কৃষি বিভাগের কর্মকর্তারা জানান। জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ইতোমধ্যেই ধান কাটা শুরু হয়ে গেছে।

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার বলিদাপাড়া এলাকার কৃষক আব্দুল বারেক জানান, এবার বোরো ধানের ফলন খুব ভালো হয়েছে। অনুকূল আবহাওয়া, সার, বালাইনাশক ও সেচ সঠিকভাবে দেয়ায় ধানের ছড়া লম্বা ও ফলন ভালো হয়েছে ।

এদিকে করোনার কারণে এবার ধান কাটার জন্য শ্রমিক সংকট দেখা দিতে পারে সেই আশংকায় খুব সহজে ধান কর্তন ও শ্রমিক সংকট এড়াতে সরকারি ভর্তুকিতে কৃষকদের দেয়া হচ্ছে কম্বাইন্ড হারভেস্টার।

কুষ্টিয়ার ৬টি উপজেলার কৃষকদের জন্য ১২টি কম্বাইন্ড হারভেস্টার মেশিন, ৩টি রিপার মেশিন ও একটি রাইচ ট্রান্সপ্লান্টার মেশিন বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

এ কম্বাইন্ড হারভেস্টার মেশিনের মোট মূল্যের অর্ধেক দাম কৃষক দিবে এবং বাকি অর্ধেক ভর্তুকি হিসেবে দিবে সরকার।

কৃষি বিভাগ ও সরকার গঠিত কমিটির মাধ্যমে ইতোমধ্যে ভর্তুকিতে ৮টি কম্বাইন্ড হারভেস্টার মেশিন কৃষকরা কিনে নিয়েছেন। এছাড়া সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে ধান কর্তন কার্যক্রম চলবে বলে কৃষি বিভাগের কর্মকর্তারা জানান।

মিরপুর উপজেলা কৃষি অফিসার রমেশ চন্দ্র ঘোষ জানান, “এবার বোরো ধানের বাম্পার ফলনের আশা করছি আমরা। ইতোমধ্যেই এ জেলায় ধান কাটা শুরু হয়েছে। বিঘা প্রতি ১৫-২০ মণ পর্যন্ত ধান কৃষকের ঘরে উঠবে বলেও আশা করছি।”

কুষ্টিয়া কৃষি অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক শ্যামল কুমার বিশ্বাস জানান, “বোরো আবাদের শুরু থেকেই কৃষকদের সকল পরামর্শ ও

সহযোগিতা দেয়া হয়েছে। এছাড়া আবহাওয়া অনুকূল থাকায় এবার ধানের ফলনও অনেক ভালো হয়েছে।”

মেহেরপুরে আরআরএস এর উদ্যোগে খাদ্য-বস্ত্র ও ওষুধ বিতরণ

মেহেরপুরে রুরাল রিকনষ্ট্রাকশন সোসাইটি (আরআরএস) এর উদ্যোগে দুস্থ ও অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী পোশাক ও ওষুধ বিতরণ করা হয়েছে।

রবিবার বিকালে সদর উপজেলার গোভিপুর গ্রামে আরআরএস এর কার্যালয়ে এসব বিতরণ করা হয়।

আরআরএস এর নির্বাহী পরিচালক ত্রাণ সামগ্রী বিতরণকালে বলেন, বর্তমান করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলাই আমরা এলাকার কিছু অসহায় মানুষের পাশে দাড়ানোর চেষ্টা করেছি। ভবিষ্যতেও আমাদের এই ধরনের কার্যক্রম চলমান থাকবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, বুড়িপোতা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি শাহজামান, আরআরএস এর কোওডিনেটর আক্তার হোসেন, সহ সভাপতি আশরাফ মাষ্টার, নির্বাহী সদস্য শামীম ইসলাম। গোভিপুর গ্রামের শতাধিক অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী পোশাক ও নিত্যপ্রয়োজনীয় ওষুধ সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

মেপ্র/এমএফআর

সংবাদ প্রকাশের পর সহযোগিতা পেলেন সেই প্রতিবন্ধী পরিবার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ৮নং ধানখোলা ইউপির ৫নং ওয়ার্ডের বাসিন্ধা বিধবা মেহেনিগার প্রতিবন্ধী পরিবার সহযোগিতা পেলেন গত-৯-০৫-২০তারিখে মেহেরপুর প্রতিদিনে (আকাশ যখন ছাদ, রোদ-বৃষ্টি তারে নিত্য সঙ্গী) শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হওয়া পর।

ঐ দিন জাতীয় গোয়েন্ডা সংস্থা মেহেরপুর অফিস থেকে নগদ অর্থ প্রদান করেন।

আজ রবিবার গাংনীর বন্ধন গ্রপের সদস্যদের পক্ষে থেকে বিভিন্ন খাবার সামগ্রী প্রদানের করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, আরিফুল ইসলাম(সোবান), শাহাজানান আলী, ব্বাপী, প্লাবন প্রমুখ।

গাংনীর বন্ধন গ্রপের পরিচালক আব্দুর সামাদ (সোহাগ) জানান, আগামীতে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে মেহেনিগার প্রতিবন্ধী পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতা করা হবে।

পুরুষের বোবা কান্না-এস আই মেহেদী

পুরুষের বোবা কান্না প্রেক্ষিত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন২০০০(সং২০০৩)

আজ মনটা ভিষন খারাপ। প্রিয় সহকর্মী, এস.আই আব্দুল কাদের ভাই করোনায় আক্রান্ত হয়ে কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতালে ভর্তি।

তাঁর খুব মুরগীর মাংস খেতে মন চেয়েছে। ওসি স্যার বাসা থেকে মুরগির মাংস রান্না করে এনেছেন কাদের ভাইয়ের জন্য। রাত ৮.০৫

মিনিটে বেতার যন্ত্র বুঝে নিয়ে ডিউটি শুরু করবো। বেতার কং আশরাফ ভাই খুবই মিষ্টভাষী একজন মানুষ। সালাম স্যারঃ আপনার কি স্পেশাল ৭১ ডিউটি স্যার?

আমিঃ হ্যাঁ, আশরাফ ভাই। কোন ম্যাসেজ আছে নাকি?
না স্যার তেমন কিছু না, ঐ কাদের স্যারের জন্য ওসি স্যার মুরগির মাংস দিয়েছে। যদি স্যার কস্ট করে একটু পৌছে দিতেন, স্যার। নিশ্চয় নিশ্চয়।

দেন দেন! স্যার, আর একটা ম্যাসেজ আছে। হাসপাতাল থেকে ফিরে আপনার এলাকার কিছু ত্রাণ আছে স্যার, পৌছে দিবেন। আপাতত এইটুকুই স্যার।

ছুটে চললো গাড়ি রাজার বাগের দিকে। অনেকদিন পরে মিরপুরের বাইরে যাচ্ছি। গাড়ি যতই গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলেছে ততোই যেন চেনা এই শহরটা বড় বেশি অচেনা মনে হচ্ছে। কোথাও কেউ নেই মাঝে মাঝে দুই একটি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর গাড়ি।

কখনো কখনো অত্যন্ত উদাসী বাইক আরোহী ছুটে চলেছে আপন গন্তব্যে ফাঁকা রাস্তাধরে। হঠাৎ দেখি রাস্তার ধারে মলিন মুখে এক ট্রাফিক কনস্টেবল দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখের দিকে তাকাতেই কেন যেন মনে হলো জনশূন্য এই শহরে বেচারা বড় বেশি একাকিত্বে ভুগছেন। আর প্রিয় জনের প্রিয় স্মৃতি গুলো হাতড়াচ্ছেন।

আমি গাড়ির গ্লাসটা আর একটু নামিয়ে ড্রাইভার কিবরিয়া কে বললাম এই এটা কি বিজয় স্মরনী? জ্বি স্যার!
বিজয় স্মরনিতে আজ আর কোন সিগনাল নাই। নাই গাড়ির লম্বা লাইন। বার বার উচ্চস্বরে কানফাটানো হর্ন বাজিয়ে উচ্চ শিক্ষিত ভদ্রলোকের সেই দামি দামি গাড়ি থেকে শুনা যাচ্ছেনা ট্রাফিক পুলিশের উদ্দেশ্য দেওয়া সেই তির্যক গালি।

সেই ভদ্রলোক গুলো আজ পরিবার পরিজন নিয়ে নিরাপদে নিজ গৃহে অবস্থান করছে। কিন্তু আজো একপায়ে ঠাই দাড়িয়ে আছে, পরিবার পরিজন ফেলে বিজয় স্মরণীর মোড়ের সেই ট্রাফিক কনস্টেবল। এই সব ভাবতে ভাবতেই একসময় আমাদের গাড়ি পৌছে গেলো রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতালের গেটে। গেটে দ্বায়িত্বরত পুলিশ সদস্যরা জানালেন এখন কোন কিছু দেওয়া যাবে না।

তাদের অনেক অনুরোধ করলাম কিন্তু কিই বা তাদের করার আছে? তারাও তো নিয়মের বেড়াজালে বন্দী। ঘটনাটি ওসি স্যারকে মোবাইল ফোনে

অবহিত করে আবারো রওনা করলাম থানার দিকে।

ফাঁকা রাস্তাদিয়ে ছুটে চলেছে আমাদের গাড়ি। হঠাৎ দেখি রাস্তা জ্যাম। গাড়িথেকে নেমে জানতে পারলাম ত্রাণের দাবীতে স্থানীয়রা রাস্তা অবরোধ করেছে। মনে পড়ে গেলো মুরব্বিদের মুখ থেকে শোনা সেই কথাটি। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান বানতে হয়।

আমাদেরও ধান বানা শুরু হলো। শতাধিক জনতাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে রাস্তা থেকে সরিয়ে দিলাম। ভুলে গেলাম সামাজিক দূরত্ব ও করোনার ভয়। আবারো ছুটে চলেছি থানার দিকে এতোক্ষণ বেতার যন্ত্রটার দিকে খেয়াল ছিলোনা। হঠাৎ দেখি বেতার যন্ত্রটি বেজে চলেছে।
ইকো ৭১! স্পেশাল ৭১! লোকেশন কোথায় স্যার? বললাম, থানার কাছাকাছি। একটা নাম্বার লিখেন স্যার। ৯৯৯ এর কল ব্যবস্থা নেন স্যার। প্রাপ্ত নাম্বার টিতে ফোন করে পরিচয় দিয়ে সমস্যার কথা জানতে চাইলাম। অপর প্রান্তথেকে এক ভদ্রমহিলা অত্যন্ত কর্কস কন্ঠে জানতে চাইলো আমি কোথায়?

আমি আমার অবস্থান জানিয়ে তার সম্যার কথা জানতে চাই। তিনি বললেন, তার স্বামী তার বাচ্চাদের মারধোর করছে। আমি ভদ্র মহিলাকে বললাম, আপনার বাচ্চা মানে কি, বাচ্চা কি আপনার স্বামীর না? বাবাতো বাচ্চাদের একটু শাসন করতেই পারে।

এখানে আমাদের কি করার আছে। তার পরে তিনি যেটা বললেন, তার স্বামী বাসার কোন খরচ দেই না। এইসব বিষয় নিয়ে আজ আমাকে ও আমার বাচ্চাদেরকে মারধর করেছেন। আমি ভদ্র মহিলাকে হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তার দেখানোর পরামর্শ দেওয়ায় উনি খুব রেগে গেলেন। উনি আমাকে শুনাইতে ভুললেন না যে, উনার অনেক বড় বড় পুলিশ অফিসার আছেন।

ভদ্র মহিলার কথা শুনে আমার কেমন যেন সন্দেহ হলো আমি উনার স্বামীর মোবাইল নম্বর নিয়ে ফোন করে পরিচয় দিয়ে তার স্ত্রীর দেওয়া অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলাম।

ভদ্রলোক পেশায় একজন ডাক্তার। তার বাবাও একজন ডাক্তার ছিলেন। ভদ্রলোক বর্তমানে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চাকুরী করে। গত চারমাস তিনি বেতন পাননি। তারপরেও গত মাসে ৮৫,০০০/= হাজার টাকা স্ত্রীকে দিয়েছেন।

ভদ্রলোক অনবরত কেঁদে যাচ্ছিলেন। কাঁদতে কাঁদতে জানালেন যে তিনি ১৯৯৫ সালে বিয়ে করেছেন। তাদের মেয়েটি এবার এইচ এস সি দিবে, আর

ছেলেটি ক্লাস ফোরে পড়ে। বিয়ের পর থেকে তার স্ত্রী কখনোই বাবা মার সাথে থাকেন নি। তিনি যে গালি গুলো আমাকে শুনালেন তা অত্যন্ত অশ্রাব্য অশালীন যা লিখা সম্ভব না। তিনি আরো যেটা বললেন তাকে দুই দুই বার মেরে রক্তাক্ত করেছেন। তিনি লোক লজ্জার ভয়ে থানা পুলিশ করেন নি।

তার সাথে আমার আট মিনিট পয়তাল্লিশ সেকেন্ডের কথার মধ্যে পুরোটা সময় জুড়ে কেঁদেছেন আর বার বার সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। পারিনি আমি তদন্ত করে তার কোন উপকার করতে। দিয়েছি শুধুই শান্তনা। পারিনি এরকম হাজারো পুরুষের কান্নার কোন জবাব দিতে। তাইতো বলি আইন হবে মানবের কল্যানে কেন তা হবে নির্যাতনের হাতিয়ার?

মেপ্র/এমএফআর

কোটচাঁদপুরে প্রশাসনের ত্রাণ তহবিলে ‘আশা’র খাদ্য সহায়তা প্রদান

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রশাসনের ত্রাণ তহবিলে বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান ‘আশা’ এনজিও’র পক্ষ থেকে দেশের করোনা পরিস্থিতিতে কর্মহীন, দরিদ্র, অসহায় নিম্ন আয়ের খেটে খাওয়া, শ্রমজীবী মানুষের জন্য খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

আশা’র নিজস্ব অর্থায়নে রবিবার সকালে স্থানীয় উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার নাজনীন সুলতানার সহকারি (সিএ) ইন্দ্রজিদ সাহার নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় চাল,ডাল, তৈল, লবন, আলু, হস্তান্তর করা হয়।

আশা’র এ্যাডিশনাল ডিভিশনাল ম্যানেজার (এ্যাড.ডিভি.এম) মো. ওমর ফারুক জানান, বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান ‘আশা’ এনজিও সব সময দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে থাকে। বর্তমানে করোনা

পরিস্থিতির সংক্রমণ রোধে সরকার সবাইকে ঘর থেকে বাহির না হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেছেন। ফলে কর্মহীন, দরিদ্র, অসহায় খেটে খাওয়া দিনমজুর ও শ্রমজীবীরা মানবেতর জীবন-যাপন করছে।

সেই সব দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কথা ভেবে বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান আশা’র নিজ অর্থায়নে সারাদেশে ১২ কোটি টাকা খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ৫’শ, কালিগঞ্জ উপজেলা প্রশাসন কার্যালয়ে ২’শ ও কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রশাসন কার্যালয়ে ২’শ প্যাকেট খাদ্য সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, ডিসট্রিক্ট ম্যানেজার (ডিএম) মো. রহমত উল্লাহ, কোটচাঁদপুর ব্রাঞ্চের রিজিওনাল ম্যানেজার (আরএম) শাহাজান আলী, কালিগঞ্জ ব্রাঞ্চের রিজিওনাল ম্যানেজার (আরএম) নাসির উদ্দীন, মহেশপুর ব্রাঞ্চের রিজিওনাল ম্যানেজার (আরএম) শফিকুর রহমান, রিজিওনাল ম্যানেজার (আরএম) মো. আকরাম হোসেন, কোটচাঁদপুর ব্রাঞ্চ ম্যানেজার সেলিম রেজা প্রমুখ।